দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 OCT 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

27

বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় ও শিক্ষকের অভাব ঃ শিক্ষা কর্মসূচী ব্যাহত

দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষক না থাকায় সরকারের বাধ্যতামূলক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা পঞ্চগড় থেকে জানান, উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার ২৩ হাজার ৪শ' ৯৫টি গ্রামের মধ্যে ১০ হাজার ৩শ' ৬২টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় ৯ লাখেরও বেশী শিশু প্রাথমিক শিক্ষা পাচ্ছে না।

জানা যায়, পঞ্চগড় জেলার ৫টি থানার ৪শ' ২১টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। ঠাকুরগাঁও জেলার ৫টি থানার ৮শ ৮৫টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই দিনাজপুর জেলার ১৩টি থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়বিহীন গ্রামের সংখ্যা ৩শ' ২৫টি। নীলফামারী জেলার ৬টি থানায় ৮শ ২৫টি গ্রামের মধ্যে ১শ ৯৭টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। কুড়িগ্রাম জেলার ৯টি থানার ১ হাজার ৯শ ২৭টি গ্রামের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়বিহীন গ্রাম ২শ ৮৫টি। লালমনিরহাট জেলায় থানার সংখ্যা ৫টি। এ জেলার ৪শ ৬১টি গ্রামের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই ৭৩টি গ্রামে। রংপুর জেলার ৮ থানার ৬শ ৫টি গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। গাইবান্ধা জেলার ৭টি থানার ২শ ৪৭টি গ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়বিহীন রয়েছে। জয়পুরহাট জেলার ৫টি থানায় গ্রাম রয়েছে ৬শ ২১টি। এ জেলার ১শ ২০টি গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। বগুড়া জেলার ১১টি থানার ২ হাজার ৭শ ৩৬টি গ্রামের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই এমন গ্রামের সংখ্যা ১ হাজার ৪শ ৭৫টি। সিরাজগঞ্জ জেলার ৯ থানায় ১ হাজার ৫শ' ৪৯টি গ্রাম থাকলেও ৬শ ২৬টি গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। পাবনা জেলার ৯টি থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়বিহীন গ্রামের সংখ্যা ২ হাজার ১শ ১৮টি। নাটোর জেলার ৬টি থানায় ৮শ' ৭৭টি গ্রামের মধ্যে ৩শ ১টি গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। রাজশাহী জেলার ১০টি থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়বিহীন গ্রাম রয়েছে ২শ ৪৫টি। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ৫টি থানায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই ৫শ ৮৭টি গ্রামে। নওগাঁ জেলায় থানার সংখ্যা ১১টি। এ জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়বিহীন গ্রাম রয়েছে ১ হাজার ৭শ' ৬২টি।

এই বিপুল সংখ্যক গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় ৯ লক্ষাধিক শিশুকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রেখে ২ হাজার সাল নাগাদ 'সবার জন্য শিক্ষা' কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব নয় বলে অনেকের ধারণা।

গাইবান্ধা

নিজস্ব সংবাদদাতা গাইবান্ধা থেকে জানান গাইবান্ধা জেলায় বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৭৮টি শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

এর মধ্যে ১৪টি প্রধান শিক্ষকের পদ এবং বাকি ৬৪টি সহকারী শিক্ষকের পদ। শিক্ষক অভাবে গাইবান্ধা জেলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে, গাইবান্ধা জেলায় মোট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। ৭শ ৩৮টি। এর মধ্যে অন্ততঃ ৫০টি বিদ্যালয়ে মাত্র ২ জন করে শিক্ষক রয়েছে। গোবিন্দগঞ্জ থানার খারিতা, চালিতা বেসাইন, ভাটপাড়া, মালেকাবাদ, পদুপাড়া, পুনতাইর, ফুলছড়ি থানার আলগার চর, পশ্চিম জিগাবাড়ী, জামিয়া, ধলিপাটা ধোয়া, চর খাটিয়ামারী প্রভৃতি বিদ্যালয়ে মাত্র ২ জন শিক্ষক দিয়ে চালানো হচ্ছে। ফলে এসব বিদ্যালয়ে ছাত্র–ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে।

ভোলা

নিজস্ব সংবাদদাতা ভোলা থেকে জানান, লালমোহন থানার রায় চান্দ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের লেখাপড়া করতে হচ্ছে বিদ্যালয়ের মাঠে।

স্থানীয় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে স্কুলের ছাত্রদের পাঠদান হতো। ৩/৪ বছর আগেই স্কুলের নিজস্ব ঘর ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে। ফলে স্কুল ঘরে থেকে বিদ্যালয়টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তর করা হয়। স্কুলে ছাত্র সংখ্যা প্রায় আড়াইশ।

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রটি বিভিন্ন অংশে ফাটল ধরেছে। দরজা জানালা নেই বলে বৃষ্টির পানিতে স্কুলে হাটু পরিমাণ পানি জমে যায়। বিষয়টি প্রধান শিক্ষক থানা শিক্ষা অফিসারকে অবগত করেন। তিনি বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে ক্লাশ নেয়া ছাত্র–ছাত্রীদের জীবনের জন্য হুমকি বলে ক্লাস রুমগুলো বন্ধ করে দেন। ফলে এখন খোলা আকাশের নিচে মাঠের মধ্যে ক্লাস চলছে। আকাশে মেঘ জমলে স্কুল ছুটি দিয়ে দিতে হয়।